স্কুলে সশরীরে ক্লাস এখনই শুরু করছে না ইরান

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি আলোচনা এখনও দুপক্ষের প্রস্তাব পাল্টা-প্রস্তাবের মধ্যে থমকে আছে। ঠিক কখন এই যুদ্ধের সমাপ্তি আসবে, আবারও ইরানের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের পাঠদান নেবে এই আশায় দিন কাটছে তেহরানের জনগণের।

এর মধ্যে ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরাসরি উপস্থিত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার কোনো পরিকল্পনা নেই তাদের।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিমের বরাতে এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

সম্প্রতি ইরানের কিছু স্কুল তাদের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো সরাসরি স্কুলে এসে দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা জারি করেছিল। এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু স্কুল পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দিলেও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখনও সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরাসরি ক্লাস বা পরীক্ষা শুরু করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতির ওপর এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের অনুমতির ওপর নির্ভর করছে। প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো স্কুলই নিজ সিদ্ধান্তে সশরীরে পাঠদান বা পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।

আপাতত শিক্ষার্থীদের আগের মতোই দূরশিক্ষণ বা অনলাইন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলায় ইরানে প্রায় ১ হাজার ৩০০ স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুধবার (২২ এপ্রিল) ইরানের শিক্ষামন্ত্রী আলিরেজা কাজেমি জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের ৭৭৫টি মেরামত করে পুনরায় পাঠদানের উপযোগী করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলায় প্রায় ২০টি স্কুল পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে তেহরান, কেরমানশাহ, ইসফাহান এবং হরমুজগান প্রদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে।

কাজেমি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, যে স্কুলগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলোর সংস্কারকাজ আগামী অক্টোবরের মধ্যে শেষ করা হবে।

এদিকে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, মিনাব স্কুলে হামলার ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ১৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম দিন ইরানের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় নিহতের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে দেশটির সরকার।

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হরমুজগান প্রদেশের মিনাব শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রইসরায়েল ওই হামলা চালায়। এতে ৭৩ ছেলে শিশু ও ৪৭ মেয়ে শিশু প্রাণ হারায়।

আইআরআইবি টেলিগ্রাম পোস্টে জানায়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৬ জন শিক্ষক, ৭ জন অভিভাবক, একজন স্কুলবাস চালক ও স্কুলের পাশের ক্লিনিকের একজন ফার্মাসি টেকনিশিয়ান রয়েছেন।

নতুন এ তথ্যের ফলে নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৫এ। এটি আগে ১৭৫ এর বেশি বলে ধারণা করা হয়েছিল। এদিকে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রাথমিক তদন্তের তথ্যমতে, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে ভুলের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের একটি 'টমাহক ক্রুজ মিসাইল' স্কুলটিতে আঘাত হানে। এ ঘটনার জন্য ইরান নিজেই দায়ী হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে ইরান তাদের কাছে কোনো টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র নেই বলে জানিয়েছে।

কবর থেকে বোনের কঙ্কাল তুলে ব্যাংকে ভাই

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ভারতের ওড়িশা রাজ্যের কেওনঝর জেলায় ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ও মানবিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনা। মৃত বোনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে না পেরে কবর খুঁড়ে তার কঙ্কাল তুলে ব্যাংকে হাজির হয়েছেন ভাই।

জানা গেছে, দিয়ানালি গ্রামের বাসিন্দা জিতু মুন্ডার বোন কাঁকড়া মুন্ডা দুই মাস আগে মারা যান। পরিবারের একমাত্র সদস্য হিসেবে বোনের সম্পদের উত্তরাধিকারী হন জিতু। পরে তিনি জানতে পারেন, বোনের নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৯ হাজার ৩০০ টাকা জমা রয়েছে।

তবে ওই টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে প্রয়োজনীয় আইনি কাগজপত্র, বিশেষ করে মৃত্যু সনদ জমা দিতে বলে। জিতু বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও ব্যাংক তার কথা বিশ্বাস করেনি। আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তিনি কোনো কাগজপত্রও সংগ্রহ করতে পারেননি।

এ অবস্থায় হতাশ হয়ে চরম পদক্ষেপ নেন জিতু। তিনি গ্রামের কবরস্থান থেকে বোনের কঙ্কাল তুলে কাপড়ে মুড়ে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে ব্যাংকে নিয়ে যান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন এ দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, অনেকে ক্ষোভও প্রকাশ করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং জিতুকে শান্ত করে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্যাংক চাইলে গ্রামে গিয়ে বা গ্রামপ্রধানের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি যাচাই করতে পারত। মানবাধিকার কর্মীরাও বলছেন, এই ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তির অসহায়তার নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের জন্য জটিল প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি প্রতিচ্ছবি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ১৪৪৮ প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ আজ

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট গ্রহণ বুধবার (২৯ এপ্রিল)। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। শেষ দফার নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা ১৪৪৮, যেখানে নারী প্রার্থী ২২০ জন। এই দফায় রাজ্যের সাতটি জেলার মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভাগ্যনির্ধারণ হবে প্রার্থীদের।

ভোটগ্রহণের আগে নির্বাচন কর্মীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। সরেজমিন দেখা যায়, মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকাল থেকে ইভিএম ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলো থেকে নির্বাচন কর্মীরা ইভিএম মেশিন ও ভোট পরিচালনা-সংক্রান্ত সরঞ্জাম নিয়ে নিজ নিজ বুথে রওনা দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তায়।

বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের শেষ দফা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই পর্বে রাজ্যটির ৭ জেলার মধ্যে রয়েছে নদিয়া (১৭), উত্তর ২৪ পরগনা (৩৩), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩১), কলকাতা (১১), হাওড়া (১৬), হুগলি (১৮) ও পূর্ব বর্ধমান (১৬)। এবারের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সমর্থনে শাসক দলের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক সেলিব্রিটি প্রার্থীরা যেমন আছেন, তেমনি প্রধান বিরোধী দল বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীসহ একাধিক বিধায়ক ও সমাজের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

৩ কোটি ২১ লাখ ৭৩ হাজার ৮৩৭ জন ভোটার এই দফায় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ কোটি ৬৪ লাখ ৩৫ হাজার ৬২৭ জন। নারী ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৫৭ লাখ ৩৭ হাজার এর কিছু বেশি। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ৭৯২জন। দ্বিতীয় দফার মোট শতায়ু ভোটারের সংখ্যা ৩ হাজার ২৪৩ জন ?

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের মোট বুথের সংখ্যা ৪১ হাজার একটি। এর মধ্যে প্রধান বুথ ৩৯ হাজার ৩০১টি। সহায়ক বুথ প্রায় ১৭০০। এরমধ্যে মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে ২৯৮টি।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে বিশেষ তৎপরতা দেখা গেছে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি বুথ এবং স্পর্শকাতর এলাকায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটির জাতীয় নির্বাচন কমিশনও। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মোট ২ হাজার ৩৪৮ বিশেষ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তর চব্বিশ পরগনায় (৫০৭), দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৪০৯)। এ ছাড়াও কলকাতায় ২৭৩, ব্যারাকপুরে ১৬০, ডায়মন্ড হারবারে ১৩৪, বারুইপুরে ১৬১, পূর্ব বর্ধমানে ২৬০ এবং বনগাঁয় ৬২ বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে মোতায়েন থাকছে ৩৮ হাজার ২৯৭ রাজ্য পুলিশও। নিউটাউনে রয়েছে স্পেশাল কন্ট্রোল রুম। প্রতিটি বুথে কমপক্ষে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। যেখানে তিনটি বুথ সেখানে থাকবে এক সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী, পাঁচটি বুথ হলে সেখানে থাকবে দুই সেকশন। পাশাপাশি থাকছেন ১৪২ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৯৫ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ১০০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক।

পর্যবেক্ষক ও ব্যাপক নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্য পুলিশের সদস্য থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকটি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত জগদ্দল থানার সামনে রোববার (২৬ এপ্রিল) রাতে বিজেপি এবং তৃণমূলের দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে, তাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে উদ্দেশ্য করে ইট পাটকেল ছুড়ে। এমনকি কেন্দ্রীয় বাহিনীর একজন আহত হয় বলে জানা যায়। ওই ঘটনায় তৃণমূলের চার কর্মীসমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকালের দিকে আরামবাগ লোকসভার তৃণমূলের কংগ্রেসের সাংসদ মিতালীবাগের গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে। গুরুতর আহত হন সাংসদ। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার অংশ হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচনে রেকর্ড ৯৩ দশমিক ১৯ শতাংশ ভোট পড়ে।

শারজাহ ও দুবাইয়ে সমুদ্রতীরে নারীদের জন্য আলাদা বিচ

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে এবার নারীদের জন্য সমুদ্রতীরে আলাদা বিচের ব্যবস্থা করেছে দেশটির সরকার। নারীদের নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসির বিষয়টি মাথায় রেখে দুবাই এবং শারজাহ কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শারজাহর দিব্বাহ আল হিসনে নারীদের জন্য তৈরি স্বতন্ত্র এ বিচ পার্কের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ৬ হাজার বর্গমিটার বলে জানিয়েছে গালফ নিউজসহ দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যম। দুবাইয়ের আল মামযার কর্নিশে নারীদের জন্য রাতের বেলা সুইমিংয়ের সুবিধাসহ উন্নত মানের সুযোগ-সুবিধার একটি বিচ নির্মাণ করছে দুবাই কর্তৃপক্ষ। গত মঙ্গলবার দুবাই পৌর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এরই মধ্যে বিচের প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এ প্রকল্পের পরিচালক প্রকৌশলী মারওয়ান আহমেদ বিন ঘালিতা সম্প্রতি বিচটির নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, নারীদের শতভাগ প্রাইভেসি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের এ বিচে অনন্য স্থাপত্যশৈলী স্থান পেয়েছে।

এদিকে শারজাহর দিব্বাহ আল হিসনে নির্মিত বিচটি চলতি সপ্তাহ কিংবা আগামী সপ্তাহের শুরুতে খুলে দেওিয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ওমান-পাকিস্তানের পর রাশিয়া, এবার আরাঘচির গন্তব্য কোথায়

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় বসতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে ইরান। সম্প্রতি পাকিস্তান, ওমান এবং রাশিয়া সফর শেষ করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তেহরান থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, সফর শেষে নিজ দেশে ফিরে তিন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হওয়া আলোচনার ফলাফল উপস্থাপন করার কথা রয়েছে আরাঘচির।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশগুলোর সঙ্গে ইরানের কৌশলগত গভীর অংশীদারিত্ব রয়েছে। এখানে ওমান দীর্ঘকাল ধরে ইরানের বিভিন্ন সংকটে সফল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে আসছে।

আরাঘচির তৃদেশীয় সফরকে গুরুত্বসহকারে দেখছে তেহরান। কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরাঘচি আবারও ইসলামাবাদ সফরে যেতে পারেন। তবে পরিস্থিতির বিবেচনায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিশ্ববাসীকে তাদের উন্মুক্ত কূটনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে ইরান। তাদের কৌশলের মূল কারণ হলো, ইরানি কর্মকর্তারা বিশ্ববাসীকে এটি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, তারা যুদ্ধের বদলে কূটনীতিতে বিশ্বাসী। তেহরান স্পষ্ট করে জানিয়েছে, তারা আলোচনার কোনো দরজা বন্ধ করেনি। ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটলে তারা পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাবের মতো বড় বড় অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি। একদিকে হরমুজ প্রণালিসহ অন্যান্য জটিল ইস্যুগুলোর সমাধান তারা যুদ্ধের পরবর্তী ধাপে করতে চায়। আপাতত কূটনৈতিক চ্যানেলগুলো সচল রাখাই ইরানের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়া সফর শেষে এক্স বার্তায় আরাঘচি রাশিয়ার সঙ্গে উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনা নিয়ে কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছেন, বর্তমান অস্থির সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে, তেহরান ও মস্কোর মধ্যকার বন্ধুত্ব কতটা গভীর এবং শক্তিশালী।

এক্স বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, ইরান ও রাশিয়ার এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দিন দিন আরও মজবুত হচ্ছে। কঠিন সময়ে রাশিয়ার পাশে থাকাকে 'সংহতির বহিঃপ্রকাশ' হিসেবে দেখছে ইরান। সেই সঙ্গে সংকট সমাধানে এবং কূটনীতির পথে রাশিয়ার ইতিবাচক সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন এই ইরানি শীর্ষ কূটনীতিক।

সৌদি আরবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, বন্যার আশঙ্কা

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

কালো মেঘে ছেয়ে গেছে সৌদি আরবের আকাশ। এক সপ্তাহের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া, শিলাবৃষ্টি ও বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিকূল আবহাওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে পূর্বাভাসে।

গতকাল এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ।

সৌদির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র (এনসিএম) জানিয়েছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত দেশটির প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আকস্মিক বন্যা ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। কিছু কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের ঢেউ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উঁচুতে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মরুভূমির দেশটিতে এই ধরণের টানা বৃষ্টিপাত ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করতে পারে বলে নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সোমবার: মক্কা, মদিনা, তায়েফ এবং উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় বৃষ্টির মাধ্যমে এই দফার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শুরু হতে পারে। সোমবার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে জাজান ও আসিরসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলগুলো ভারী বৃষ্টিতে প্লাবিত হতে পারে।

মঙ্গলবার ও বুধবার: মাঝামাঝি সময়ে রিয়াদসহ মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সন্ধ্যা থেকে নাজরান ও আসির এলাকায় নতুন করে বৃষ্টি আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও একটি ইরানি তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করলো যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

অবরোধের অংশ হিসেবে আরও একটি ইরানি তেলবাহী ট্যাংকার আটক করেছে যুক্তেরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, গাইডেড মিসাইল ধ্বংসকারী জাহাজ ইউএসএস রাফায়েল পেরাল্টা গত রোববার ইরানের পতাকাবাহী এম/টি স্ট্রিম জাহাজটিকে থামিয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, জাহাজটি ইরানি বন্দরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে সেন্টকম। দুইটি ছবি জুড়ে দিয়ে বিবৃতিতে সেন্টকম জানিয়েছে, ইরানের বন্দরগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জাহাজ ট্র্যাকিং সংস্থা 'মেরিন ট্রাফিক' জানিয়েছে, ইরানি পতাকাবাহী এই অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাংকারটি প্রায় দুই সপ্তাহ আগে মালাক্কা প্রণালিতে অবস্থান করছিল।

এর আগেও 'ম্যাজেস্টিক এক্স' এবং 'তিফানি' নামে দুটি জাহাজ আটক করা হয়। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমুদ্রে জলদস্যুতার অভিযোগ তুলেছিল।

আলোচনার টেবিলে নতুন প্রস্তাব

এদিকে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে নতুন করে প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নিয়ে এই প্রস্তাবটি যাচাই করছেন। তবে ট্রাম্প প্রথাগত জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (এনএসসি)-এর বদলে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন। কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন কারণ নিরাপত্তা কাউন্সিলের মতো এখানে প্রতিরক্ষা সচিব বা বড় সামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়।

ইরানের শর্ত : যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আলোচনা পুনরায় শুরু করার অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইরান জানিয়েছে, তারা বিষয়টি বিবেচনা করছে তবে এখনও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত কোনো জবাব পায়নি।

ইরানি কর্মকর্তাদের মতে, তারা পারমাণবিক ইস্যুতে নতুন কৌশল ও চুক্তিতে আগ্রহী। তবে তার আগে তেহরান বর্তমান পরিস্থিতি তথা যুদ্ধের অবসান চায়। তেহরান মূলত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা চাইছে যে, ভবিষ্যতে তাদের ওপর আর কোনো হামলা চালানো হবে না। ইরান ধারণার চেয়েও বেশি শক্তিশালী: জার্মান চ্যান্সেলর বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক লড়াইয়ে নিজেদের সক্ষমতা ও দৃঢ় মনোবলের প্রমাণ দিয়েছে ইরান। কূটনীতি ও কৌশলগতভাবে রীতিমতো ওয়াশিংটনের ঘাম ছুটিয়েছে তেহরানের সশস্ত্র বাহিনী। শেষ পর্যন্ত খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'স্বপ্রণোদিত হয়ে' যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, আবার তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা এবং সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরে পাকিস্তান সফরের আগ্রহ প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু নিজেদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় না দিতে অনড় রয়েছে ইরান। তাদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের 'অতিরিক্ত দাবি' শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার প্রধানতম কারণ।

ইরানের এই দৃঢ় মনোবল, সামরিক কৌশল ও পদ্ধতিগত রণনীতি তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আর জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিক মের্জ সেটা স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ইরান। তিনি বলেন, ইরানিরা খুব দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করছে। কারণ আমেরিকানদের ইসলামাবাদে টেনে এনে শূন্য হাতে ফেরত পাঠাচ্ছে। সোমবার (২৭ এপ্রিল) নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়ার মার্সবার্গে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় মের্জ হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক পরিণতির কথা বিবেচনা করে সংঘাতে জড়িতদের যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানান।

হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

পারমাণবিক চুক্তি ছাড়াই হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দিতে ইরান যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের মাধ্যমে প্রস্তাবটি ওয়াশিংটনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) ফক্স নিউজকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, কঠোর শর্ত সাপেক্ষে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য ইরানের পক্ষ থেকে আসা প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কারও কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, এই কৌশলগত জলপথটি নিয়ে ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের বাকি অংশের চেয়ে ভিন্ন। প্রণালি খুলে দেওয়ার মাধ্যমে তারা যা বোঝাতে চাইছে তা হলো- হ্যাঁ, প্রণালিগুলো খোলা আছে। তবে শর্ত হলো তোমাদের ইরানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে, আমাদের অনুমতি নিতে হবে, না হলে আমরা তোমাদের উড়িয়ে দেব এবং তোমাদেরকে এর মূল্য দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, এটা প্রণালি খুলে দেওয়া নয়। ওটা আন্তর্জাতিক জলপথ। তারা এমন একটি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটাতে পারে না। আমরাও তা বরদাশত করব না, যেখানে ইরানিরা সিদ্ধান্ত নেবে কে একটি আন্তর্জাতিক জলপথ ব্যবহার করতে পারবে, এবং তা ব্যবহারের জন্য তাদের কত টাকা দিতে হবে।

এর আগে, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে শর্ত দেয় ইরান। এ বিষয়ে অবগত দুটি সূত্র ও যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তার বরাতে সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস জানায়, ইরান এই প্রস্তাবটি সরাসরি না দিয়ে পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ওয়াশিংটনের কাছে পাঠিয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং সংঘাত বন্ধের বিষয়টি আগে চূড়ান্ত করা হোক। আর পারমাণবিক কর্মসূচি-সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য পরবর্তী কোনো একটি সময় নির্ধারণ করা হোক।

ইরানের দেওয়া নতুন প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য কূটনৈতিকভাবে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি আমেরিকা হরমুজ নিয়ে সমঝোতা করে এবং ইরানি বন্দরগুলোর ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়, তবে তেহরানের ওপর থেকে ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণ অনেকটা কমে যাবে।

থমকে আছে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা, আরও বাড়লো তেলের দাম

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ইসলামাবাদে দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনা হবে হবে অবস্থায় আর হয়ে ওঠল না। এরইমধ্যে নতুন করে প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জানায়নি, তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে ওয়াশিংটন। এই পরিস্থিতির মধ্যে আপাতত থমকে আছে শান্তি আলোচনা। কূটনৈতিক আলোচনা স্থবির হয়ে পড়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। দুই দেশের মধ্যকার সংঘাত থামানোর কোনো কার্যকর উপায় না মেলায় টানা সপ্তম দিনের মতো অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বাজার শুরুর সময় অনুযায়ী জুন মাসে সরবরাহের জন্য ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দাম ৪৫ সেন্ট তথা শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। এই হিসাব অনুযায়ী প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ১০৮ দশমিক ৬৮ ডলারে পৌঁছেছে। আগের দিন ২ দশমিক ৮ শতাংশ দাম বাড়ার পর এ নিয়ে টানা সপ্তম দিনের মতো তেলের দাম বাড়ল। এদিকে, জুন মাসে সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম ৫৮ সেন্ট শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ৯৬ দশমিক ৯৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আগের কার্যদিবসে রেকর্ড ২ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে আরও অতিরিক্ত ডলার খরচ যুক্ত হলো। বাজার পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন, রান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান না আসলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে।

ইরানের প্রতি 'সহানুভূতি' দেখানোয় নাগরিকত্ব হারালেন ৬৯ জন

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে ইরানের কর্মকাণ্ডের প্রতি 'সহানুভূতি' দেখানোর অভিযোগে ৬৯ জনের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে উপসাগরীয় দেশ বাহরাইন। বৃহত্তর নিরাপত্তা অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানায় দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পোস্টে বলা হয়, ইরানের শত্রুতামূলক কাজকে সমর্থন বা প্রশংসা করার অভিযোগে বাহরাইন ৬৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করেছে। এই সংখ্যায় তাদের পরিবারের সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত। তবে নাগরিকত্ব হারানো ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করেনি মন্ত্রণালয়। কর্মকর্তারা বলছেন, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত কার্যকলাপের জবাবে এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনলাইন কার্যকলাপের ওপর নজরদারি জোরদার করেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের পর মার্চে বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম বহরের সদরদপ্তর এবং বিভিন্ন জ্বালানি শোধনাগারে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় তেহরান।

ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার জবাবে ইরান এই প্রতিশোধমূলক আক্রমণগুলো চালায়। ফলে বাহরাইনের বাপ্তো শোধনাগারসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়াও ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ইরানে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ইরানে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, যেখানে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

গতকাল সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তেহরানের ইউসুফাবাদ এলাকায় সন্দেহভাজন কিছু ব্যক্তি একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে সেটিকে গুপ্তচরবৃত্তির ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছিল। তেহরান মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, তারা উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিশেষ করে স্টারলিঙ্ক ব্যবহার করে সংবেদনশীল তথ্য, ছবি ও খবর বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা এবং শত্রুপক্ষের নেটওয়ার্কে পাঠাত।